Daily....SUN.........
Dt- 24 MAY 2013
Page...B-1...........

Kuwaitis find Dhaka best and safe investment place

Sponsors against leaving stakes with IBBL

PARVEJ KHAN

Islami Bank Bangladesh Ltd (IBBL) is not going to lose any of its Kuwaiti sponsor directors who altogether own 18 percent of the bank's total shares.

Kuwaiti entrepreneurs are interested in investing in Bangladesh because they consider the country as the best destination for making investment as funds are safe here.

One of the sponsor directors of IBBL, the Representative of Kuwait Awqaf Public Foundation, Mohammad Abdullah Al Jalahma who is now visiting Bangladesh, told the press that they will rather buy the shares of IBBL, if available any.

"There is no chance of leaving any share by any of four shareholders of Kuwaiti public and private entities rather we are trying to buy more", Al Jalahma said while talking to the press at the Board Room of the IBBL at Islami Bank Tower at Dilkusha in Dhaka.

He said IBBL has become a role model for the Islamic banking not only in Bangladesh but also in the Asian countries.

"Islami Bank Bangladesh Ltd has been playing a pioneering role also in expansion of the Islamic banking in various countries while in Bangladesh its activities and overall performance is excellent that may attract any of the investors to hold shares of the bank", Abdullah Al Jalahma added.

He said that the Kuwaiti shareholders have been with the bank since its foundation in 1983 and till the date no reasons have ever raised so that their shares can be left.

দৈনিক ইনকিলাব
তাং- 23 MAY 2010
পৃষ্ঠা ১৬

কুয়েত ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করবে না

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আলজালাহমা

সাক্ষাৎকালে কুয়েতি ডাইরেক্টর আলজালাহমা

❑ তাকী মোহাম্মদ জোবায়ের

ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে ব্যাংকটির কুয়েতি ডাইরেক্টর মোহাম্মেদ আব্দুল্লাহ্ আলজালাহমা বলেছেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের শেয়ার বিক্রি করার প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশি মিডিয়ায় ভুল তথ্য এসেছে দাবি করে তিনি বলেন, আমি কুয়েতের সবগুলো বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেছি। বাংলাদেশের মিডিয়ায় শেয়ার বিক্রির খবর প্রকাশ হওয়ায় তারা আশ্চর্য হয়েছেন।

তারা শেয়ার বিক্রির কোন পরিকল্পনার কথা জানাননি। বরং তারা আরও বেশি শেয়ার কেনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কারণ এখান থেকে তারা যে পরিমাণ মুনাফা পান তা পৃথিবীর অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে পান না। গতকাল ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বোর্ড মিটিংয়ের আগে ইনকিলাবের সঙ্গে আলাপকালে আলজালাহমা এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, কুয়েতের চারটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার। পৃঃ ১৫ কঃ ১

প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন, পাবলিক অথরিটি ফর মাইনর এফেয়ার্স ও পাবলিক ইনস্টিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি, কুয়েত। ইসলামী ব্যাংকে এদের সম্মিলিত শেয়ার প্রায় ১৮ শতাংশ। এর মধ্যে পাবলিক অথরিটি ফর মাইনর এফেয়ার্স-এর শেয়ার মাত্র শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের নিয়ম জানতে চেয়েছিল বলে জানান জালাহমা। তবে তারা শেয়ার হস্তান্তরের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। যদি কোন কারণে তার শেয়ার হস্তান্তর করেন তবে তা কোন কুয়েতি প্রতিষ্ঠানের কাছেই করবেন বলে জানান তিনি। তাই কুয়েতের কোন শেয়ার কমার কোন সুযোগ নেই। বরং দিন দিন কুয়েতের বিনিয়োগ বাড়ানোর আশ্বাস দেন এই পরিচালক।

ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ নিরাপত্তার বিষয়ে আলজালাহমা বলেন, কুয়েতের চেয়েও বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকে নিয়ম নীতি বেশি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। তাই এখানে বিনিয়োগ করে তিনি নিশ্চিন্ত। কুয়েত সরকার বরাবরই ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখে থাকে। এখানে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ নিরাপদ বিধায়ই যুক্তরাষ্ট্রের জেপি মরগানের মতো প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ করছে বলে উল্লেখ করা হয়।

আলজালাহমা বলেন, ইসলামী ব্যাংক পৃথিবীব্যাপী ইসলামিক ব্যাংকিং ও ইসলামিক মাইক্রোফিনেন্স চালু করতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক নাইজেরিয়ায় 'জায়েজ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। ব্যাংকটির পুরো ম্যানেজমেন্ট টিমকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ইসলামী ব্যাংক। শ্রীলঙ্কার ব্যাংক অব সিলন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওপর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাদের একটি দলকেও প্রশিক্ষণ দিয়েছে ব্যাংকটি। পাশাপাশি বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদেরও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

দৈনিক সকালের খবর
তাং- 24 MAY 2013
পৃষ্ঠা ০৮

2

ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করবে না কুয়েত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে শেয়ার বিক্রির কথা উড়িয়ে দিয়েছেন ব্যাংকটির কুয়েতি পরিচালক মোহাম্মেদ আবদুল্লাহ আল জালাহমা। বুধবার ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য উত্তম জায়গা। আর সেটা যদি হয় ইসলামী ব্যাংক তাহলে তা অনেক ভালো বিনিয়োগের ক্ষেত্র। ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার বিষয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে তা ঠিক নয়। এ সময় কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্সের এ উপ-সচিব বলেন, শেয়ার বিক্রির বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু মিডিয়াও ভুল প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, আমি কুয়েতের সব বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বিক্রি করার কোনো পরিকল্পনার কথা জানাননি। বরং তারা আরও বেশি শেয়ার কিনছেন। কারণ এখান থেকে তারা যে পরিমাণ মুনাফা পান তা পৃথিবীর অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে পান না। তিনি জানান, কুয়েতের তিনটি মন্ত্রণালয়সহ চারটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে—কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, মিনিস্ট্রি অব আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স (বর্তমানে কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন), মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস-ডিপার্টমেন্ট অব মাইনর অ্যাফেয়ার্স ও পাবলিক ইনস্টিটিউশন ফর সোশ্যাল সিকিউরিটি। ইসলামী ব্যাংকে এদের সম্মিলিত শেয়ার প্রায় ১৮ শতাংশ। এর মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব মাইনর অ্যাফেয়ার্সের শেয়ার মাত্র শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। এ প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া জানতে চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে চিঠি লেখা হয়েছিল বলে জানান জালাহমা। তবে তারা শেয়ার হস্তান্তরের ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যদি কোনো কারণে তারা শেয়ার হস্তান্তর করেন তবে তা কোনো কুয়েতি প্রতিষ্ঠানের কাছেই করবেন বলে জানান তিনি। তাই কুয়েতের শেয়ার কমার কোনো সুযোগ নেই। বরং দিন দিন কুয়েতের বিনিয়োগ বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস দেন এই পরিচালক।

দৈনিক সমকাল
তাং- 24 MAY 2013
পৃষ্ঠা শেষ

ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করবে না কুয়েত

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইসলামী ব্যাংকের কোনো শেয়ার কুয়েতের পরিচালকরা বিক্রি করবে না বলে জানিয়েছেন ব্যাংকটির কুয়েতি পরিচালক মোহাম্মেদ আবদুল্লাহ্ আল জালাহমা।

গত বুধবার ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক এফেয়ার্সের উপ-সচিব জালাহমা বলেন, শেয়ার বিক্রি বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু মিডিয়াও ভুল প্রতিবেদন করেছে। আমি পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি

শেষ পৃষ্ঠার পর

কুয়েতের সব বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বিক্রি করার কোনো পরিকল্পনার কথা জানাননি। বরং তারা আরো বেশি শেয়ার কিনছেন। কারণ এখান থেকে তারা যে পরিমাণ মুনাফা পান তা পৃথিবীর অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে পান না।' তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য উত্তম জায়গা। আর ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান তাই এর শেয়ার বিক্রি করার প্রশ্নই আসে না।' আল জালাহমা জানান, কুয়েতের তিনটি মন্ত্রণালয়সহ চারটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে— কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, মিনিস্ট্রি অব আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স (বর্তমানে কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন), মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস-ডিপার্টমেন্ট অফ মাইনর অ্যাফেয়ার্স ও পাবলিক ইনস্টিটিউশান ফর সোস্যাল সিকিউরিটি। ইসলামী ব্যাংকে এদের সম্মিলিত শেয়ার প্রায় ১৮ শতাংশ। এর মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অফ মাইনর অ্যাফেয়ার্সের শেয়ার মাত্র শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। এ প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া জানতে চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে চিঠি লিখেছিল। তবে তারা শেয়ার হস্তান্তরের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। যদি কোনো কারণে তারা শেয়ার হস্তান্তর করেন তবে তা কোনো কুয়েতি প্রতিষ্ঠানের কাছেই করবেন বলে জানান তিনি। তাই কুয়েতের কোনো শেয়ার কমার সুযোগ নেই। বরং দিন দিন কুয়েতের বিনিয়োগ বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস দেন এ পরিচালক। এ সময় ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি ড. আরিফ সুলাইমান ও ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
তাং- 24 MAY 2013
পৃষ্ঠা ০২

ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করবে না কুয়েত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য উত্তম জায়গা। আর সেটা যদি হয় ইসলামী ব্যাংক তাহলে তা অনেক ভাল বিনিয়োগের ক্ষেত্র। ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার বিষয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে তা ঠিক নয়। ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে ব্যাংকটির কুয়েতি পরিচালক মোহাম্মেদ আব্দুল্লাহ্ আল জালাহমা গতকাল বৃহস্পতিবার এসব কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের শেয়ার বিক্রি করার প্রশ্নই আসে না।

ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব আওকাফ এন্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্সের এ উপসচিব বলেন, শেয়ার বিক্রি বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু মিডিয়াও ভুল প্রতিবেদন করেছে। আমি কুয়েতের সবগুলো বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বিক্রি করার কোন পরিকল্পনার কথা জানাননি। বরং তারা আরও বেশি শেয়ার কিনছেন। কারণ এখান থেকে তারা যে পরিমাণ মুনাফা পান তা পৃথিবীর অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে পান না। তিনি জানান, কুয়েতের তিনটি মন্ত্রণালয়সহ চারটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, মিনিস্ট্রি অব আওকাফ এন্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স (বর্তমানে কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন), মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস-ডিপার্টমেন্ট অব মাইনর অ্যাফেয়ার্স ও পাবলিক ইন্সটিটিউশন ফর সোশ্যাল সিকিউরিটি। ইসলামী ব্যাংকে এদের সম্মিলিত শেয়ার প্রায় ১৮ শতাংশ। এরমধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব মাইনর অ্যাফেয়ার্সের শেয়ার মাত্র শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। এ প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া জানতে চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে চিঠি লিখেছিল বলে জানান জালাহমা। তবে তারা শেয়ার হস্তান্তরের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। যদি কোন কারণে তারা শেয়ার হস্তান্তর করেন তবে তা কোন কুয়েতি প্রতিষ্ঠানের কাছেই করবেন বলে জানান তিনি। তাই কুয়েতের কোন শেয়ার কমার কোন সুযোগ নেই। বরং দিনদিন কুয়েতের বিনিয়োগ বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস দেন এই পরিচালক। গতকাল যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন সেসময় ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি ড. আরিফ সুলাইমান ও ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ...নয়া দিগন্ত...
তাং- 2 3 MAY 201
পৃষ্ঠা .....শেষ.....

৩৭

গ্যাস সঙ্কট অনেকটাই কেটে যাবে।

ইসলামী ব্যাংক থেকে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নেইনি : কুয়েতি প্রতিনিধি

● আশরাফুল ইসলাম

ইসলামী ব্যাংক থেকে শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়নি কুয়েতি প্রতিষ্ঠান। এ রকম ইচ্ছেও নেই কুয়েতি প্রতিষ্ঠানগুলোর। তবে কেউ শেয়ার বিক্রি করলে তা কিনতে আগ্রহী তারা। কেননা, বাংলাদেশে ব্যাংকে বিনিয়োগ অত্যন্ত লাভজনক। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যাংকগুলোর ওপর তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এতে তারা সন্তুষ্ট।

গতকাল নয়া দিগন্তের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে ■ ১৩ পৃঃ ৭-এর কলামে

ইসলামী ব্যাংক থেকে শেয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইসলামী ব্যাংকের কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-জালাহমাহ এ কথা জানান। সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী ব্যাংক থেকে কুয়েত সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার করে নেয়ার খবর প্রকাশ হয় স্থানীয় কয়েকটি দৈনিকে। এ বিষয়ে কুয়েত সরকারের অবস্থানের বিষয়ে খোলামেলা আলাপ করেন আল-জালাহমাহ। সেই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুয়েতি বিনিয়োগের মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকে সর্বাধিক লাভজনক বিনিয়োগ এ কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

আল-জালাহমাহ ইসলামী ব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে ঢাকায় এসেছেন। গতকাল ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বসে তার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো-

নয়া দিগন্ত : সম্প্রতি মিডিয়ার খবরে বলা হচ্ছে কুয়েত সরকার ইসলামী ব্যাংক থেকে শেয়ার প্রত্যাহার করে নেবে, এ ধরনের খবরের ভিত্তি কী?

আল-জালাহমাহ : আসলে এ ধরনের খবরের কোনো ভিত্তি নেই। স্থানীয় পত্রিকায় এ ধরনের খবর প্রকাশ হওয়ার পর ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল। তখন এ বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, কুয়েত সরকারের ইসলামী ব্যাংক থেকে শেয়ার প্রত্যাহার করার ইচ্ছে নেই। ইসলামী ব্যাংক থেকে শেয়ার প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তের কথা তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

নয়া দিগন্ত : তা হলে প্রকৃত ঘটনা কী ছিল?

আল-জালাহমাহ : আসলে ইসলামী ব্যাংকে কুয়েতের চারটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৮ শতাংশ শেয়ার আছে। এর মধ্যে এক শতাংশেরও কম অর্থাৎ শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কুয়েতের দ্য পাবলিক অথরিটি ফর মাইনরস অ্যাফেয়ার্সের। তারা ওই শেয়ার বিক্রির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তার মানে এই নয় যে, প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার বিক্রি করবে। এ বিষয়ে আমার পরিষ্কার বক্তব্য হলো, কুয়েতের এ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর করতে চাইলে কুয়েতের অন্য তিন প্রতিষ্ঠান তা কিনে নেবে।

নয়া দিগন্ত : ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়ার কারণ কী ?

আল-জালাহমাহ : আমাদের ৩০ বছরের ব্যাংকিং ব্যবসার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক। বিশ্বের অনেক দেশে তাদের বিনিয়োগ রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের বিনিয়োগ থেকে তারা বেশি লাভবান হচ্ছেন। এ ছাড়া এখানে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধাও অন্য দেশের তুলনায় ভালো।

নয়া দিগন্ত : বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের নিয়ম নীতির বিষয়ে আপনারা কতটুকু সন্তুষ্ট?

আল-জালাহমাহ : আমি এক কথায় বলতে পারি বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের নিয়মনীতি ও রেগুলেটরি বডি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকায় কুয়েতি বিনিয়োগকারীরা সন্তুষ্ট। কারণ, ব্যাংকিং খাতে তদারকি ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে কুয়েত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়েও বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত ভালো। তারা মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়ে খুব শক্তভাবে তদারকি করে থাকে। ব্যাংকগুলোকে নিয়মিতভাবে সুপারভিশন ও মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখে। এতে তারা সন্তুষ্ট। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মনীতি পরিপালনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বলা যায়, নিয়মনীতি পরিপালনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ রেটিং পেয়ে থাকে। এতে তারা ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিও সন্তুষ্ট রয়েছেন।

নয়া দিগন্ত : ইসলামী ব্যাংকে নতুন বিনিয়োগের ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহ আছে কি?

আল-জালাহমাহ : এ বিষয়ে কুয়েত আওকাফ ফাউন্ডেশনের সাথে আলাপ-আলাচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

নয়া দিগন্ত : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী?

আল-জালাহমাহ : বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও ইসলামী ব্যাংকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক একটি মডেল ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। আমরা দেখেছি, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণমানুষের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। শুধু তাই নয়, ইসলামী ব্যাংক এখন বিশ্বের অনেক দেশের ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ দেশের মানুষের ভালোবাসা ও ইসলামী ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমেই ইসলামী ব্যাংক আজ দেশের শীর্ষ ব্যাংকের মর্যাদায় আসীন হয়েছে। এ জন্য আমি ইসলামী ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

নয়া দিগন্ত : সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আল-জালাহমাহ : আপনাদেরকেও।

দৈনিক.....সমকাল
তাং- 23 MAY 2013
পৃষ্ঠা.....১৫

কুয়েত সরকারের প্রতিনিধি

ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা নেই

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীর শেয়ার বিক্রির প্রক্রিয়া জানতে চেয়েছিল কুয়েত সরকার। তবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে থাকা শেয়ার বিক্রির কোনো পরিকল্পনা নেই দেশটির। গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে কুয়েত সরকার মনোনীত প্রতিনিধি ও কুয়েত আওকাফ ফাউন্ডেশনের উপসচিব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-জালামা এ তথ্য জানান।

রাজধানীর দিলকুশায় ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় আইডিবির প্রতিনিধি ও ব্যাংকের পরিচালক ড. আরিফ সুলেমান, ব্যাংকের এমডি আবদুল মান্নানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গত মার্চে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তথ্য- উপাত্তের আলোকে সমকালে এ বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ আল-জালামা জানান, ইসলামী ব্যাংকে কুয়েতের চারটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।

দৈনিক যুগান্তর
তাং- 23 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৩

৩৮

কুয়েত ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করবে না

—— আলজালাহমা

যুগান্তর রিপোর্ট

ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে ব্যাংকটির কুয়েতি ডাইরেক্টর মোহাম্মেদ আবদুল্লাহ আলজালাহমা বলেছেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের শেয়ার বিক্রি করার প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশী মিডিয়ায় ভুল তথ্য এসেছে দাবি করে তিনি বলেন, তিনি কুয়েতের সব বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা বিক্রি করার কোন পরিকল্পনার কথা জানায়নি। বরং তারা আরও বেশি শেয়ার কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কারণ এখান থেকে তারা যে পরিমাণ মুনাফা পায় পৃথিবীর অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে পায় না। বুধবার ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বোর্ড মিটিংয়ের আগে যুগান্তরের সঙ্গে আলাপকালে আলজালাহমা এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, কুয়েতের চারটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে— কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন, পাবলিক অথরিটি ফর মাইনর অ্যাফেয়ার্স ও পাবলিক ইন্সটিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি, কুয়েত। ইসলামী ব্যাংকে এদের সম্মিলিত শেয়ার প্রায় ১৮ শতাংশ। এর মধ্যে পাবলিক অথরিটি ফর মাইনর অ্যাফেয়ার্সের শেয়ারমাত্র শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের নিয়ম জানতে চেয়েছিল বলে জানান জালাহমা। তবে তারা শেয়ার হস্তান্তরের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। যদি কোন কারণে তার শেয়ার হস্তান্তর করে তবে তা কোন কুয়েতি প্রতিষ্ঠানের কাছেই করবেন বলে জানান তিনি।

The Financial Express
Daily..
Dt- 2 3 MAY 2013
Page.....16.....

Kuwaiti investors rule out offloading shares in IBBL

FE Report

Kuwaiti investors have ruled out the possibility of offloading their shares in the Islami Bank Bangladesh Ltd (IBBL) saying that it was the best investment for them.

"Our investment with the IBBL is one of our best global investments," Mohammed Abdullah Al Jalahma, deputy secretary general of the Kuwait Awqaf Public Foundation, told a group of reporters at the IBBL headquarters in Dhaka Wednesday.

Mr Jalahma, arrived in the capital to attend at the annual general meeting (AGM) of the IBBL, said the news of selling IBBL's shares by three Kuwaiti organisations were not true.

Three Kuwaiti Ministries - Kuwait Awqaf Public Information, Public Authority for Minors Affairs and Public Institution for Social Security -along with the Kuwait Finance House, are now holding around 18 per cent shares of the IBBL.

Of which, Public Authority for Minors Affairs that owns less than one per cent shares of the Shariah-based bank has wanted to know about the procedurals for selling of their equity holdings, according to Al Jalahma.

"I may talk with our authorities about further investment in Bangladesh particularly the IBBL," he said while replying to a query, adding that they were not facing any problems in Bangladesh.

Earlier on March 29, Mr Salauddin, representative of Kuwait Finance House in his speech at a get-together of Islami Bank affirmed that these institutions of Kuwait won't sell off their stocks of Islami Bank. Rather they are interested to buy more new shares of the bank.

The IBBL is running its businesses through 276 branches across the country. The aggregate amount of its deposit has reached the level of Tk 420 billion which is 7.7 per cent of the country's total deposits in the banking sector.

দৈনিক সংগ্রাম
তাং- 25 MAY 2013
পৃষ্ঠা ১৬

ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করবে না কুয়েত

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য উত্তম জায়গা। আর সেটা যদি হয় ইসলামী ব্যাংক তাহলে তা অনেক ভাল বিনিয়োগের ক্ষেত্র। ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার বিষয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে তা ঠিক নয়। ইসলামী ব্যাংক অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে ব্যাংকটির কুয়েতি পরিচালক মোহাম্মেদ আব্দুল্লাহ্ আল জালাহমা সম্প্রতি রাজধানী ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের শেয়ার বিক্রি করার প্রশ্নই আসে না। ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে কুয়েতের মিনিস্ট্রি অব আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক এফেয়ার্সের এ উপ-সচিব বলেন, শেয়ার বিক্রি বিষয়ে ভুলবোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু মিডিয়াও ভুল প্রতিবেদন করেছে। তিনি বলেন, আমি কুয়েতের সবগুলো বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বিক্রি করার কোন পরিকল্পনার কথা জানাননি। বরং তারা আরও বেশি শেয়ার কিনছেন। কারণ এখান থেকে তারা যে পরিমাণ মুনাফা পান তা পৃথিবীর অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে পান না। তিনি জানান, কুয়েতের তিনটি মন্ত্রণালয়সহ চারটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে– কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, মিনিস্ট্রি অব আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক এফেয়ার্স (বর্তমানে কুয়েত আওকাফ পাবলিক ফাউন্ডেশন), মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস-ডিপার্টমেন্ট অফ মাইনর এফেয়ার্স ও পাবলিক ইন্সটিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি। ইসলামী ব্যাংকে এদের সম্মিলিত শেয়ার প্রায় ১৮ শতাংশ। এর মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব মাইনর এফেয়ার্সের শেয়ার মাত্র শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। এ প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া জানতে চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে চিঠি লিখেছিল বলে জানান জালাহমা। তবে তারা শেয়ার হস্তান্তরের ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। যদি কোন কারণে তারা শেয়ার হস্তান্তর করেন তবে তা কোন কুয়েতি প্রতিষ্ঠানের কাছেই করবেন বলে জানান তিনি। তাই কুয়েতের কোন শেয়ার কমার কোন সুযোগ নেই। বরং দিনদিন কুয়েতের বিনিয়োগ বাড়ানো হবে বলে আশ্বাস দেন এ পরিচালক।